# একীভূত শিক্ষা

## জেন্ডার, অটিজম ও এনডিডি শিক্ষার্থীদের শিখন কৌশল

ড. ডি. এম. ফিরোজ শাহ্

Academia Publishing House Ltd

**একীভূত শিক্ষা**

ড. ডি. এম. ফিরোজ শাহ্

**গ্রন্থস্বত্ব ©**

একাডেমিয়া পাবলিশিং হাউজ লিমিটেড (এপিএল)

**প্রকাশকাল**

ফেব্রুয়ারি ২০২৩

**প্রকাশক**

একাডেমিয়া পাবলিশিং হাউজ লিমিটেড (এপিএল)

২৫৩/২৫৪, কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স

কাঁটাবন, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

ফোন: +৮৮ ০২৫৮৯৫৪২৫৬ ০১৪০০৪০৩৯৫৪, ০১৪০০৪০৩৯৫৮

E-mail: aplbooks2017@gmail.com

**মূল্য**

৬০০.০০ টাকা

**ISBN**

978-984-35-4074-4

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজসমূহের বিএড, বিএড (অনার্স), বিএসএড প্রোগ্রাম এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইইআর-এর বিশেষ শিক্ষা বিভাগ, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একীভূত শিক্ষা কোর্সের সিলেবাস অনুযায়ী প্রণীত। এছাড়া বিভিন্ন এনজিও এবং ইনক্লুসিভ এডুকেশন নিয়ে কাজ করেন এমন সংস্থার সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রাম ও প্রশিক্ষণের জন্য বইটির বিষয়বস্তু অত্যন্ত সময়োপযোগী।

# সূচি


প্রসঙ্গকথা ১৩

**প্রথম অধ্যায়**

**একীভূত ও বিশেষ শিক্ষার ধারণা, পটভূমি ও ক্রমবিকাশ**

ভূমিকা ১৫

একীভূত শিক্ষার ধারণা ও ভিত্তি ১৭

একীভূত শিক্ষার পদ্ধতিগত মৌলিক বিশ্বাস ও মূল্যবোধ ২৪

একীভূত শিক্ষার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ২৫

একীভূত শিক্ষার মূলনীতি ২৫

একীভূত শিক্ষার এপ্রোচ ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী শনাক্তকরণ পদ্ধতি ৩১

প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন ধারা ৪৫

বিশেষ শিক্ষা ৪৭

সাধারণ শিক্ষা ৫৫

সমন্বিত শিক্ষা ৫৭

একীভূত শিক্ষা ৬০

বিশেষ শিক্ষা, সাধারণ শিক্ষা, সমন্বিত শিক্ষা এবং একীভূত শিক্ষা ৬২

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একীভূত শিক্ষার বর্তমান অবস্থা ৬৪

একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নে যা করা দরকার ৭০

## দ্বিতীয় অধ্যায়

## অটিজম এবং এনডিডি


| | |
|---|---|
| ভূমিকা | ৭৩ |
| অটিজম কী | ৭৩ |
| শ্রেণিকক্ষে অটিজম আক্রান্ত শিশুর শিক্ষা নিশ্চিতকরণের ধাপসমূহ | ৮০ |
| অটিজম ও অন্যান্য প্রতিবন্ধি শিশুদের একীভূত শিক্ষা | ৮১ |
| অটিজমের প্রকোপ/প্রাদুর্ভাব | ৮১ |
| অটিজম শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মূলধারায় একীভূতকরণের চ্যালেঞ্জসমূহ | ৮৩ |
| অটিজম: কোথায় সহায়তা পাবেন | ৮৯ |
| জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অটিজমের বর্তমান অবস্থা | ৮৯ |
| সমাজ সেবা অধিদফতরের কার্যাবলি | ৯০ |
| বাংলাদেশে অটিজম সম্পর্কিত কার্যক্রম | ৯৭ |
| অটিজম ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ | ১২৮ |


## তৃতীয় অধ্যায়

## জীবনদক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা ও এসআরএইচআর


| | |
|---|---|
| ভূমিকা | ১৩৩ |
| জীবনদক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার ধারণা | ১৩৩ |
| প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা | ১৫৭ |
| সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নারীর ক্ষমতায়ন | ১৫৮ |
| নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন | ১৬৪ |

নারীর ক্ষমতায়নের পূর্বশর্তসমূহ ১৬৫
নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্র ১৬৫
নারীর ক্ষমতায়নে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ১৬৯
বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে সরকারের ভূমিকা ১৭১

**চতুর্থ অধ্যায়**

**জেন্ডার: মাধ্যমিক শিক্ষা ও শিক্ষার্থী**

ভূমিকা ১৭৫
জেন্ডার ও সেক্স-এর ধারণাসমূহ ১৭৫
বয়ঃসন্ধিকাল ও জেন্ডার ১৮৯
ফতোয়া ও জেন্ডার ১৯০
জেন্ডার ইক্যুইটি, জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি ও জেন্ডার মেইনস্টিমিং ১৯১
জেন্ডার মূলধারাকরণে তথ্য যোগাযোগ ও গবেষণা ২০৯
জেন্ডার বিশ্লেষণ, জেন্ডার সংবেদনশীলতা, জেন্ডার লেন্স ২১১
জেন্ডার ভূমিকা ও জেন্ডার শ্রমবিভাজন ২২৬
জেন্ডার শ্রম-বিভাজন ২৩১
জেন্ডার সম্পর্কিত অন্যান্য প্রত্যয় ২৩৪
জেন্ডার বৈষম্য, সচেতনতা ও নারীর ক্ষমতায়ন ২৪১
আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জেন্ডার সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা ২৫১
শিক্ষাক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ ২৫২
নারী শিক্ষার সুফল ২৫৩

নারীর প্রতি সহিংসতার বিভিন্ন কারণ ২৫৪
শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর অবস্থা ২৫৯
শিক্ষাক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্যের কারণ ২৬০
জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে শিক্ষা ২৬০
শিক্ষায় জেন্ডার বান্ধব পরিবেশ ২৬১
জেন্ডার সচেতনতা ও জেন্ডারবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে শিক্ষকের ভূমিকা ২৬২
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লিঙ্গীয় আচরণ ২৬৩
বাংলাদেশে নারীর অবস্থা ২৬৬
বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহে নারীর অবস্থান ২৬৮
জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির (২০০৮) লক্ষ্য ২৭১
নারীর মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ ২৭২
নারীর প্রতি সকল নির্যাতন দূরীকরণ ২৭৩
শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ২৭৪
গণমাধ্যম, নারী ও জেন্ডার ২৭৫
পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ এবং সংবাদ মাধ্যমের জেন্ডার প্রতিকৃতি ২৭৬
নারীর অবমূল্যায়ন ২৮৬
নারীর প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যায়ন ২৮৮
শ্রেণি ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার সংবেদনশীলতার ভূমিকা ২৯২
শ্রেণি কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সম-অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ ২৯৬

**পঞ্চম অধ্যায়**

**জেন্ডার ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা**

ভূমিকা ২৯৯
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জেন্ডার নিরপেক্ষ পরিবেশ সৃষ্টির উপায় ৩০০

শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানোতে জেন্ডার নিরপেক্ষতা ৩০৪

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা বিধি-বিধান ৩০৬

স্কুল ম্যানেজিং কমিটির জ্ঞাতব্য কতিপয় বিষয় ৩০৮

ম্যানেজিং কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ ৩১২

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ ৩১৫

পিটিএ গঠন নীতিমালায় নারী অভিভাবকের অংশগ্রহণ ৩১৯

অভিভাবক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৩২৩

PTA-র দায়িত্ব পালনের পদ্ধতি ৩২৪

জেন্ডার সাম্যতায় সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ৩৩০

মাধ্যমিক শিক্ষায় জেন্ডার সমতায় সরকারের ভূমিকা ৩৩০

ছাত্রী উপবৃত্তির প্রভাব ও ফলাফল ৩৩১

মাধ্যমিক স্তরে মহিলা শিক্ষক: বাস্তবতা, সম্ভাবনা, সমস্যা ও সমাধানের উপায় ৩৩৩

**ষষ্ঠ অধ্যায়**

**একীভূত শিক্ষায় শিখন-শেখানো কার্যাবলি**

ভূমিকা ৩৩৭

একীভূত শিখনবান্ধব পরিবেশের ধারণা ৩৩৮

স্কুল-নীতিমালা এবং প্রশাসনিক সহায়তা ৩৪৮

স্কুলের পরিবেশ ৩৪৯

বিশেষ বিষয়/সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলি ৩৫২

শিখন সামগ্রী/শিক্ষা উপকরণ চিহ্নিতকরণ ও ব্যবহার ৩৫৩

একীভূত শিক্ষায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী, শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী সম্পর্ক ৩৫৩
একীভূত বিদ্যালয় ৩৫৬
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে সম্ভাব্য বাধা ৩৫৯
প্রতিবন্ধকতা উত্তরণের উপায় ৩৬০
একীভূত শিক্ষায় অংশগ্রহণমূলক শিখন-শেখানো পদ্ধতি ৩৬০
একীভূত শিক্ষায় ব্যবহৃত অংশগ্রহণমূলক শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলসমূহ ৩৬১
গুণগত একীভূত শিক্ষার উপাদান ৩৬২
যা একীভূত শিক্ষা নয় ৩৬৩
শ্রেণি কার্যক্রমে সকল শিক্ষার্থীকে অন্তর্ভুক্ত করার উপায় ৩৬৪

**সপ্তম অধ্যায়**

**একীভূত শিক্ষা সম্পর্কিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন**

ভূমিকা ৩৬৭
বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে একীভূত শিক্ষা ৩৬৮
জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০-এর আলোকে একীভূত শিক্ষা ৩৭০
প্রতিবন্ধী বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা, ১৯৯৫ ৩৭৫
আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত এবং ঘোষণাপত্রসমূহ ৩৭৬
বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন-২০০১ ৩৭৭
বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার আইন-২০১১ ৩৭৮
প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩ ৩৭৯
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ভর্তি সংক্রান্ত বৈষম্যের প্রতিকার ৩৮১

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্রের জন্য আবেদন ফর্ম (নমুনা) ৩৮৩

নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন-২০১৩ ৩৮৪

জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদ-১৯৪৮ ৩৮৭

মানবাধিকার ৩৯৪

জমতিয়েন ঘোষণা-১৯৯০ ৩৯৭

সালামাংকা বিবৃতি-১৯৯৪ ৪০১

সবার জন্য শিক্ষা, ডাকার ঘোষণা-২০০০ ৪০৩

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ সনদ (CRPD)-২০০৬ ৪০৬

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সিআরপিডি-২০০৬ সনদের বাস্তবায়ন, প্রয়োগ এবং মূল্যায়ন ৪১১

**অষ্টম অধ্যায়**

**বাংলাদেশে একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ**

ভূমিকা ৪১৩

সরকারি পর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপ ৪১৪

শিক্ষার্থীদের ডাটাবেজ বা তথ্য ভান্ডার উন্নয়ন ৪১৫

বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ ৪১৮

তথ্য ও প্রযুক্তির প্রয়োগ ৪১৮

শিক্ষক প্রশিক্ষণ উদ্যোগ ৪১৯

ছিন্নমূল শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিতকরণে শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট স্থাপন ৪২০

সরকারি-বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ ৪২২

শিক্ষার উপবৃত্তি প্রদানের উদ্যোগ ও বাস্তবায়ন এবং
সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষায় অংশগ্রহণ ৪২৩

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি ৪২৩

স্কুলগামী হিজড়া শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি ৪২৪

বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি ৪২৪

সমতলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি ৪২৫

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প ৪২৫

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ৪২৭

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় গৃহীত প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উন্নয়ন কার্যক্রম ৪২৭

মাধ্যমিক শিক্ষার গুনগত মানোন্নয়ন ও একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নে সরকারের গৃহীত প্রধান উদ্যোগসমূহ ৪২৮

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এ একীভূত শিক্ষা ৪২৯

শিক্ষাক্রমে নমনীয়তা ৪৩১

একীভূত পরিবেশ ৪৩৪

শিক্ষকের শিখন পরিকল্পনা সংগঠন ও বাস্তবায়নে একীভূত ধারণার প্রতিফলন ৪৩৯

শিক্ষকের শিখন পরিকল্পনায় একীভূত শিক্ষা ৪৪০

একীভূত শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা ও উত্তরণের উপায় ৪৪৩

এসএমসি ও স্থানীয় জনসাধারণের সম্পৃক্ততা: মহিলা অভিভাবক সৃষ্টির উপায় ৪৪৫

বিদ্যালয় পরিচালনায় নারীদের অন্তর্ভুক্ত করার উপায় ৪৪৬

গ্রন্থপঞ্জি ৪৪৮

## প্রসঙ্গকথা

মানবসমাজে নারী-পুরুষ ও তাদের সম্পর্ক নিয়ে চলছে নিরন্তর কর্মপ্রয়াস। পৃথিবীতে মানবযাত্রার শুরু থেকে এবং পরবর্তীতে নারী-পুরুষের মধ্যে নানা কারণে বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং আজও তা বিদ্যমান। একবিংশ শতাব্দীতে জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সর্বাধিক উৎকর্ষতার সময়ে লিঙ্গভেদে কোনো পার্থক্য কারো কাম্য নয়। মানুষের মূল্যায়ন হতে হবে তার কর্ম দ্বারা- লিঙ্গ দ্বারা নয়। দক্ষতা, যোগ্যতা ও গুণাবলি হলো কর্ম ও পদের মাপকাঠি। বিশেষ কোনো কারণ দেখিয়ে যোগ্য লোককে তার প্রাপ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। ইসলাম ধর্ম, বাংলাদেশের সংবিধান, মানবাধিকার আইন, জাতিসংঘের বিভিন্ন সনদে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলা হলেও বাস্তবে তা মানা হচ্ছে না। এ সকল বিষয়কে সামনে রেখে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের জেন্ডার বিষয়ে সচেতন করতে এবং এ সংক্রান্ত আইন-কানুন জানাতে ২০০৯-২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিএড Professional Studies -এর আওতায় এবং ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিএড (অনার্স) প্রোগ্রামে জেন্ডার স্টাডিস ও একীভূত শিক্ষা বিষয়টি আবশ্যিক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০১৭ সাল থেকে বিএড কর্মসূচিতে একীভূত শিক্ষা বিষয়টি আবশ্যিক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একীভূত শিক্ষা বিষয়টি বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও ইনিস্টিটিউটে গুরুত্ব সহকারে পড়ানো হয়। এছাড়াও বিভিন্ন বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিষয়টির গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলাদেশ সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহ, বিভিন্ন এনজিও, প্রচার মাধ্যম একীভূত শিক্ষা ও জেন্ডার সচেতনতায় কার্যকর ভূমিকা রাখছে। একীভূত শিক্ষা ও জেন্ডারের বিভিন্ন বিষয় যেমন- জেন্ডার সমতা ও সাম্যতা, জেন্ডার ডিভিশন অব লেবার, মেইনস্টিমিং, জেন্ডার ভায়োলেন্স, এসআরএইচআর, জীবনদক্ষতা ইত্যাদি বিষয়গুলো শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন। আলোচ্য পুস্তকে এ সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্য যোগ করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-এর ৪ নং

লক্ষ্যকে সামনে রেখে বইটি বিন্যাস করা হয়েছে। এছাড়া প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সর্বাধিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য সন্নিবেশিত করে বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে। তারপরেও বইটিতে কোনো ঘাটতি থাকতে পারে, যা পাঠকের পরামর্শ পেলে পরবর্তীতে সংযোজন করা হবে। যেসব উৎস থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। পাঠকদের প্রয়োজন মিটলেই আমার পরিশ্রম সার্থক হবে।

বইটির ব্যাপারে আমার সহকর্মীগণ অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছেন; এজন্য তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার স্ত্রী হাসিনা আহমেদ ইরাবতী, দুইপুত্র রাইন ও রুসাফ বিরক্ত না করে কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন, এজন্য তাদেরও ধন্যবাদ।

বইটির প্রকাশক একাডেমিয়া পাবলিশিং হাউজ লিমিটেড অত্যন্ত যত্ন সহকারে বইটি প্রকাশ করেছে। বইয়ের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসার জন্য ধন্যবাদ তাদেরকেও।

**ড. ডি. এম. ফিরোজ শাহ্**
ডিসেম্বর ২০২২

## প্রথম অধ্যায়

# একীভূত ও বিশেষ শিক্ষার ধারণা, পটভূমি ও ক্রমবিকাশ

# Concept, Background and Development of Inclusive and Special Education

## ১.০ ভূমিকা
## Introduction

শিক্ষা, শিক্ষাদান পদ্ধতি ও শিক্ষার বিষয়বস্তু নিয়ত পরিবর্তনশীল। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিত বিবেচনায় এবং মানুষের চাহিদা, সামাজিক আচরণ ইত্যাদির প্রয়োজনে শিক্ষায় নতুন নতুন প্রত্যয় যোগ হয়। এই সময়ে একটি আলোচিত শিক্ষা প্রত্যয় (Educational Issue) হলো একীভূত শিক্ষা (Inclusive Education)। নামে নতুন মনে হলেও এটি মোটেও নতুন কোনো বিষয় নয়। সকলের জন্য শিক্ষা (Education for All) কথাটির মধ্যেই এর বীজ লুকায়িত রয়েছে। 'পড়, তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন'–পবিত্র কুরআনের এই বাণী থেকে শিক্ষার সমাধিকারের স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। 'কে পড়বে?' উত্তর হলো- 'সকলে'। এই 'সকল'কে শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করাই হলো একীভূত শিক্ষা। জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত ১৯৪৮ সালের মানবাধিকার সনদে মানুষের যে অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে তাকে একীভূত শিক্ষার ভিত্তি ধরা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন সমাজকাঠামোর ও রাষ্ট্রীয় আইনে সকল মানুষকে সমাধিকার যথার্থভাবে দেয়া হয়নি। জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে তাই বিভিন্ন সম্মেলন ও সনদে শিক্ষাকে মানব উন্নয়নের সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৮৯ সালের শিশু অধিকার, ১৯৯০ সালে থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সম্মেলন, ২০০০ সালের সেনেগালের রাজধানী ডাকার সম্মেলন ইত্যাদিতে শিক্ষাকে এবং বিশেষ করে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

একীভূত শিক্ষার ধারণা আন্তর্জাতিকভাবে প্রথম প্রবর্তিত হয় ১৯৯৪ সালে স্পেনের সালামাংকায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব সম্মেলনে। ৭-১০ জুন ১৯৯৪ সালে স্পেনের সালামাংকায় অনুষ্ঠিত বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষা বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলনে (World Conference on Special Needs Education: Access and Quality) একীভূত শিক্ষার বিষয়টি প্রথম স্বীকৃত হয়। একীভূত শিক্ষা হলো সকল শিক্ষার্থীর জন্য একই পদ্ধতির সর্বজনীন ও বৈষম্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর

বিশেষ চাহিদা ও সম্ভাবনার ভিত্তিতে শিখন ও জ্ঞান অর্জনে প্রতিবন্ধকতা দূর করার পাশাপাশি সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার মানের উন্নয়ন ঘটায়। একীভূত শিক্ষা ধারণার বিকাশে মূল পটভূমি হিসেবে যা কাজ করে তা হলো -'শিক্ষা অর্জন সব মানুষের অধিকার' যা ১৯৪৮ সালের মানবাধিকার সনদে ঘোষণা করা হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- 'সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন'। তাই প্রতিবন্ধীসহ সমাজের সকল পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য অন্যান্য শিশুদের ন্যায় সমসুযোগ দিতে হবে। জাতিসংঘ ঘোষিত শিশু অধিকার সনদ (১৯৮৯) এর ২৩ নং অনুচ্ছেদে প্রতিবন্ধী জনগণের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতকরণের কথা বলা হয়েছে। অপরদিকে জাতিসংঘের ৪৮তম সাধারণ সভায় প্রতিবন্ধীদের সমসুযোগ সৃষ্টিতে ঘোষিত ২২ দফা স্ট্যান্ডার্ড রুলস (Standard Rules) এর ৬নং নীতিতে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্র প্রতিবন্ধীদের জন্য সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ নিশ্চিত করবে"। শিশুদের মানবাধিকার এবং সকল শিশুর জন্য সেসব অধিকার অর্জন করতে হলে সব দেশের সরকারকে যেসব জিনিসগুলো অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে সেগুলো খুব সংক্ষেপে অথচ সম্পূর্ণরূপে বিবৃত হয়েছে একটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তিতে; এটি হচ্ছে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ ১৯৮৯। একীভূত শিক্ষাবাস্তবায়ন তথা সারা দুনিয়ার বৈষম্যপীড়িত প্রতিবন্ধী মানুষ আর তাদের অধিকার আন্দোলনের জন্য এক ঐতিহাসিক দিন ২০০৬ সালের ১৩ ডিসেম্বর। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ঐদিন ৬১-তম অধিবেশনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities-CRPD) অনুমোদন করে। অনেক চড়াই-উৎরাই পার হয়ে, অনেক ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটিয়ে একীভূত শিক্ষার ধারণা আজ প্রতিষ্ঠিত। উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশও একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নে আন্তরিক। সরকার বিদ্যালয়গুলোতে একীভূত শিখন বান্ধব পরিবেশ তৈরির উদ্দেশ্যে শ্রেণি-শিক্ষক, বিদ্যালয় প্রধান,এসএমসি সদস্যসহ সংশ্লিষ্টদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে আসছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে, জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০, জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০১২ এবং ২০১৩ সাল থেকে এনসিটিবি প্রবর্তিত বিভিন্ন বিষয়ের বিষয়বস্তুতে একীভূত শিক্ষাকে গুরুত্বসহকারে তুলে ধরা হয়েছে। সরকারি বিভিন্ন নির্দেশনা, বিশেষ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পে একীভূত শিক্ষাকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। Teaching Quality Improvement in Secondary Education Project (TQI-SEP) প্রকল্পে শিক্ষক